অতিরিক্ত আইজিপি পদে পদোন্নতি পেলেন কুষ্টিয়ার রেজাউল করিম

অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত আইজিপি, গ্রেড-২) পদে পদোন্নতি পেয়েছেন সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার মো: রেজাউল করিম পিপিএম সেবা। তিনি কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর থানার সন্তান।

সম্প্রতি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং:০৫.০০.০০০০.১৩৩.১২.০০৪২.২৫-১৭১ মূলে অতিরিক্ত আইজিপি (গ্রেড
২) পদে পদোন্নতি লাভ করেন তিনি।

পদোন্নতি পাওয়ায় উচ্ছ্বাস আনন্দে ভাসছে তাঁর সহকর্মীসহ বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ। ফুলেল ভালোবাসায় সিক্ত হচ্ছেন তিনি। তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান সিলেট রেঞ্জ ডিআইজির মোঃ মুশফেকুর রহমান। এছাড়া সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ সদর দপ্তরে এসএমপি’র বিভিন্ন পদ মর্যাদার অফিসার ও ফোর্স এবং বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার ব্যক্তিবর্গ পুলিশ কমিশনার কে জানাচ্ছেন ফুলেল শুভেচ্ছা ও আন্তরিক অভিনন্দন।

গত পাঁচ আগস্ট আওয়ামীলীগ সরকারের পতনের পর ডিআইজি হিসাবে পদোন্নতি পেয়ে রেজাউল করিম এসএমপি কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন ৫ সেপ্টেম্বর। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সিলেট মহানগরে শান্তি-শৃঙ্খলা ফেরাতে বহুমুখী চেষ্টায় সফল হন তিনি।

পুলিশের প্রতি মানুষের আস্থা তৈরি, পুলিশি কার্যক্রম গতিশীল করা, হকার ও যানবাহনের অবৈধ স্ট্যান্ড উচ্ছেদ এবং অসময়ে মহানগরে ট্রাক চলাচল বন্ধ করে সড়কে শৃঙ্খলা ফেরানো, রেজিস্ট্রেশনবিহীন সিএনজিচালিত অটোরিকশা ও ব্যাটারিচালিত নিষিদ্ধ রিকশা চলাচল বন্ধ করা, চোরাচালানের মূল হোতাদের আইনের আওতায় নিয়ে আসা এবং মাদকদ্রব্য কেনা-বেচা-সেবন ও জুয়া-পতিতাবৃত্তি বন্ধে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন তিনি।

তার জনবান্ধব তৎপরতায় সর্বমহলে ভরসার জায়গা করে নেন তিনি। সিলেট শাহজালাল (রহ.) মাজারের ওরস বিষয়ে ধর্মীয় নেতাদের মতামতকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় নিয়ে অনৈসলামিক ও অসামাজিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ সমাধানে সফল হয়েছেন তিনি। সেকারনে কাংখিত পরিবেশে সম্পন্ন হয়েছে ওরস।

শিশু আছিয়া ধর্ষণ ও হত্যা: হিটু শেখের মৃত্যুদণ্ড, খালাস ৩

মাগুরার আট বছরের শিশুর ধর্ষণ ও হত্যার মামলার রায় দিয়েছেন আদালত। শনিবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে জেলার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক এম জাহিদ হাসান এ রায় দেন।

আলোচিত এই মামলায় আসামি ছিলেন, শিশুটির বড় বোনের শ্বশুর হিটু শেখ, বোনের জামাতা সজীব শেখ, সজীবের ভাই রাতুল শেখ ও তাদের মা রোকেয়া বেগম।

আদালত মামলার প্রধান আসামি হিটু শেখকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন। এছাড়া মামলার অন্য আসামিরা- বোনের জামাতা সজীব শেখ, সজীবের ভাই রাতুল শেখ ও তাদের মা রোকেয়া বেগমকে খালাস দিয়েছেন আদালত।

এর আগে গত ১৩ এপ্রিল আলোচিত মামলায় অভিযোগপত্র দেয় পুলিশ। ২৩ এপ্রিল অভিযোগ গঠনের মধ্যে দিয়ে শুরু হয় বিচার কার্যক্রম। সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু হয় ২৭ এপ্রিল। এ মামলায় রাষ্ট্রপক্ষে সাক্ষ্য দেন ২৯ জন। ছুটির দিন বাদে টানা শুনানি করে ১২ কার্যদিবসে শেষ হয় বিচার।

রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা বলছেন, আসামির ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি, মেডিকেল অ্যাভিডেন্স ও সাক্ষীদের জবানবন্দিতে আসামিদের বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে।

মাগুরার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের পাবলিক প্রসিকিউটর জানান, এ মামলার প্রধান আসামি হিটু শেখের ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তি, মেডিকেল রিপোর্ট, পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য এবং মামলার মৌখিক ও দালিলিক সাক্ষ্য দ্বারা রাষ্ট্রপক্ষ মামলা প্রমাণ করতে পেরেছে।

ফলে একটি নিষ্পাপ শিশুকে যেভাবে অমানবিক পাশবিক নির্যাতনে হত্যা

করা হয়েছে, তার জন্য আসামিদের আদালত সর্বোচ্চ সাজা দেবে, যা বাংলাদেশে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

এর আগে জেলা আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও বাদীপক্ষের আইনজীবী বলেন, মাগুরায় আট বছরের শিশুর সঙ্গে বর্বর পাশবিক ঘটনায় সারা দেশ প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। মাগুরা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্যরাও এ ঘৃণ্য ঘটনার দ্রুত বিচার দাবি জানায়।

মাগুরা শহরের নিজনান্দুয়ালী গ্রামে বোনের শ্বশুরবাড়ি বেড়াতে এসে গত ৬ মার্চ ধর্ষণের শিকার হয় শিশু আছিয়া। এ ঘটনার পর মাগুরাসহ সারা দেশের মানুষ প্রতিবাদে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। গত ৮ মার্চ পুলিশের অভিযুক্ত এ চারজনকেই আসামি করে সদর থানায় মামলা করেন শিশুর মা আয়েশা আক্তার।

ধর্ষণের ঘটনার পর শিশুকে প্রথমে মাগুরা ২৫০ শয্যা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এরপর ফরিদপুর মেডিকেল এবং পরে ঢাকায় সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে ভর্তি করা হলে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১৩ মার্চ মারা যায় শিশুটি।

এ ঘটনার পর পুলিশের রিমান্ড চলাকালে মামলার মূল আসামি হিটু শেখ ১৫ মার্চ মাগুরার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেয়। যেখানে এ ঘটনায় সে একাই জড়িত বলে স্বীকারোক্তি দেয়।

গত ১৩ এপ্রিল চাঞ্চল্যকর এ মামলাটির তদন্তকারী কর্মকর্তা মাগুরা সদর থানার ওসি (তদন্ত) আলাউদ্দিন সরদার শিশুটির মায়ের করা মামলায় অভিযুক্ত চার আসামি আছিয়ার বোনের শ্বশুর হিটু শেখ, বোনের শাশুড়ি জাহেদা বেগম, বোনজামাই সজীব শেখ ও সজীবের বড় ভাই রাতুল শেখের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে আদালতে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন।

২৩ এপ্রিল চার্জ গঠনের মাধ্যমে এ মামলার বিচার কার্যক্রম শুরু হয়। ২৭ এপ্রিল থেকে সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু হয়ে ২৭ এপ্রিল বাদীসহ তিনজনের সাক্ষ্য প্রদানের মাধ্যমে সাক্ষীর কার্যক্রম শুরু হয়ে ৭ মে অষ্টম কার্যদিবসের মধ্যে সাক্ষ্য পর্ব শেষ হয়।

৮ মে আসামিদের ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৪২ ধারায় আসামিদের পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। এ ছাড়া ১২ ও ১৩ মে যুক্তিতর্ক শেষে ১৭ মে রায় ঘোষণার দিন ধার্য করে আদালত।

বিভাগীয় যৌথ সমাবেশ সফল করতে মেহেরপুরে বিএনপি’র পোস্টার বিতরণ

তারুণ্যের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সমাবেশ’ সফল করতে দেশব্যাপী কেন্দ্র ঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে মেহেরপুরে পোস্টার বিতরণ করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। শুক্রবার (১৬ মে) সকাল ১১টায় জেলা পরিষদ চত্বর থেকে এই কর্মসূচি শুরু হয়।

জেলা বিএনপি’র সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের নেতৃত্বে এই প্রচার কার্যক্রম পরিচালিত হয়। শহরের বড়বাজার, কোর্ট মোড়, মাদ্রাসাপাড়া, বাসস্ট্যান্ডসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়কে সাধারণ মানুষের মাঝে পোস্টার বিতরণ করা হয়।

এ সময় অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান বলেন, “বর্তমান সরকারের দুঃশাসন ও ভোটাধিকার হরণের বিরুদ্ধে তারুণ্যকে সংগঠিত করতেই এই সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি, তারেক রহমানের নেতৃত্বেই দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে।”

তিনি আরও বলেন, “বিএনপি’র শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকে বাধাগ্রস্ত করতে নানা ষড়যন্ত্র চলছে। কিন্তু জনগণের সমর্থন নিয়েই বিএনপি সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। খুলনা-বরিশাল বিভাগীয় যৌথ সমাবেশ হবে তারই একটি শক্তিশালী বার্তা।”

পোস্টার বিতরণ কর্মসূচিতে বিএনপি’র অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা অংশ নেন। তারা শহরের বিভিন্ন স্থানে সাধারণ মানুষের সঙ্গে মতবিনিময়ও করেন।

বিএনপি নেতারা জানান, আসন্ন বিভাগীয় সমাবেশে মেহেরপুর জেলা থেকে বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী অংশগ্রহণ করবে। তারই অংশ হিসেবে জেলার সর্বস্তরের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে প্রচার-প্রচারণা চালানো হচ্ছে।

ভারতে যাওয়ার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা আ.লীগের নেতা গোলাম মতুর্জা গ্রেপ্তার

ভারতে যাওয়ার সময় দর্শনা চেকপোস্টে চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগ নেতা গোলাম মতুর্জাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

রোববার (১১ মে) সকাল সাড়ে ১০টায় দর্শনা জয়নগর আন্তর্জাতিক চেকপোস্ট দিয়ে ভারতে যাওয়ার সময় ইমিগ্রেশন পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে দর্শনা থানা হেফাজতে পাঠায়।

গ্রেপ্তার গোলাম মর্তুজা (৭২) চুয়াডাঙ্গা জীবননগর উপজেলার মিনাজপুর গ্রামের মৃত মেহের আলীর ছেলে। তিনি জীবননগর উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান ও জীবননগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন।

দর্শনা থানার ওসি শহীদ তিতুমীর বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, আওয়ামী লীগ নেতা গোলাম মতুর্জাকে গ্রেপ্তার করে থানায় হস্তান্তর করেছে ইমিগ্রেশন পুলিশ।

সীমান্তের জমিতে কৃষকদের না যাবার জন্য মাইকিং

মেহেরপুর জেলার সীমান্তে কৃষকদের জমিতে ফসল তোলার ক্ষেত্রে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) বাধা প্রদান করছে। ওপারে নিজ ভূখন্ডে বিএসএফের প্রহরা ও টহল জোরদার করেছে।

ভারত ভুখন্ডে কাঁটাতারের বেড়ার এপারে ১৫০ গজের মধ্যে থাকা ভারতীয়

কৃষকদের জমি বর্গা নিয়ে চাষাবাদ বন্ধ, ভারতীয় কৃষকদের জমির আইল কাটাতেও নিষেধাজ্ঞা দিয়ে বিএসএফ মাইকিং করছে।

বাংলাদেশ সীমান্তরক্ষী বাহিনীও (বিজিবি) সীমান্তে না যাবার জন্য নিজ দেশের কৃষকদের আহবান জানিয়েছেন মসজিদের সাউন্ড সিস্টেমে। যা উভয় দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মধ্যে সমন্বয়হীনতার কারণে কৃষকদের জন্য উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে।

মেহেরপুর সীমান্তে কাঁটাতারের এপারে ১৫০ গজের মধ্যে ভারতীয় জমিতে বাংলাদেশী কৃষকরা বর্গা নিয়ে চাষাবাদ করে আসছে বহুবছর ধরে। কাঁটাতারের বেড়া দুই বাংলার মানুষের অবাধ বিচরণ বন্ধ করতে পারলেও ভাঙ্গেনি তাদের ভ্রাতৃত্বের বন্ধন।

ভারতীয়রা তাদের অনাবাদি জমি বাংলাদেশি কৃষকদের লিজ দিয়ে চাষাবাদ করতে সহায়তা করে আসছেন। গত মঙ্গলবার ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে বোমা হামলার পর ভারতীয় সীমান্ত বাহিনীর নতুন নিরাপত্তা ব্যবস্থা চালু হয়েছে। যার অংশ হিসেবে সীমান্তের কাটাতারের বেড়ার এপারে ১৫০ গজের মধ্যে ভারতীয় কৃষকদের ছাড়া অন্য কাউকে প্রবেশ করতে দেয়া হচ্ছে না। এই পদক্ষেপের ফলে বাংলাদেশের কৃষকদের জমিতে প্রবেশে সীমাবদ্ধতা সৃষ্টি হচ্ছে। যা তাদের দৈনন্দিন কাজকর্মে প্রভাব ফেলছে।

গতকাল সরেজমিনে বেলা ১০টার দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার ঝাঁঝা সীমান্তে গিয়ে দেখা যায় সীমান্ত এলাকায় চাষাবাদের কৃষকদের চোখে মুখে আতংকের ছাপ।

ঝাঁঝাঁ ক্যাম্প এলাকার সামাদ আলী জানান, ওপারে বিএসএস ক্যাম্প থেকে মাইকিং করা হয়েছে সীমান্তের এপারে ভারতের ১৫০ মিটারের জমিতে বাংলাদেশের কোন কৃষককে না যাওয়ার জন্য। ফলে কেউ জমিতে চাষাবাদে যেতে সাহস পাচ্ছে না। একই গ্রামের দাউদ হোসেন জানান- সীমান্তে নোম্যান্স ল্যান্ডে ভারত অংশের কাাঁটাতারের বেড়ার এপারে ১৫০ মিটারের মধ্যে ভারতের কৃষকদের প্রায় দেড় হাজার বিঘা জমি এপারের কৃষকরা বর্গা নিয়ে চাষাবাদ করে। প্রতিবিঘা জমিবাবদ বার্ষিক ৮ থেকে ১০ হাজার টাকায় বর্গা নেয়া হতো। বিএসএফের নিষেধাজ্ঞার পর আবাদি জমির ফসল তুলতে অনেক বেগ পেতে হচ্ছে।

দুলাল শেখ নামের এক কৃষক বলেন, বর্গা নেয়া দেড়বিঘা জমিতে ভুট্টার চাষ করেছিলাম। লুকিয়ে লুকিয়ে ভুট্টা সংগ্রহ করেছি। ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীর ভয়ে ওইসব জমিতে চাষাবাদের আগ্রহ হারিয়েছি।

ঝাঁঝা ক্যাম্পের কমান্ডার হারুন অর রশিদ বোন তথ্য দিতে অপরাগত প্রকাশ করলেও তিনি জানান গ্রামের মসজিদ থেকে কৃষকদের বর্গা নেয়া জমিতে না যাবার জন্য আহবান করা হচ্ছে প্রতিদিন।

মেহেরপুরের সীমান্তবর্তী ইচাখালী সীমান্তে ৫৬টি দাগে ৭৪ বিঘা ৫ কাটা জমির মালিক ২৮ জন মালিক বাংলাদেশী নাগরিকদের মধ্যে বেশীর ভাগই বুড়িপোতা ইউনিয়নের গোভিপুর গ্রামের বাসিন্দা। এই জমিগুলোর মালিকানা নিয়ে বিজিবি ও বিএসএফের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে আলোচনা হলেও এখনও কোন স্থায়ী সমাধান হয়নি। এসব জমি দেশভাগের সময় ভারতের অংশে চলে যায়। তবে বাংলাদেশী কৃষকরা সেগুলো বর্গা নিয়ে চাষাবাদ করে আসছেন। সীমান্তরক্ষী বাহিনীর নিষেধাজ্ঞার কারণে কৃষকরা তাদের জমিতে ফসল তুলতে পারছেন না। আবার ভারতের কৃষকরাও ওই জমিতে আসতে পারছে না। কারণ বাংলাদেশের অনেক জমি অতিক্রম করে ওই ৫৬ দাগের জমিতে তাদের আসতে হবে।

মেহেরপুর জেলার তিনদিক ভারত সীমান্ত বেষ্টিত। সীমান্তের মোটদৈর্ঘ প্রায় ৮৯ কিলোমিটার। এই সীমান্তটি ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বিভিন্ন জেলার সঙ্গে সংযুক্ত।

মেহেরপুর জেলার সীমান্তবর্তী তিনটি উপজেলা মুজিবনগর, গাংনী ও মেহেরপুর সদর। ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নবীননগর, শিকারপুর, তাজপুর, ভাদুপাড়া, নবচন্দ্রপুর, লালবাজার, করিমপুরসহ অনেকগুলো গ্রামের সঙ্গে সংযুক্ত।

এই সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে দুই দেশের বাসিন্দাদের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। মেহেরপুর জেলার সীমান্তবর্তী কাঁটাতারের বেড়ার মধ্যে ৭৪টি সীমান্ত গেট রয়েছে। যেগুলো দিয়ে প্রতিদিন অন্তত সহস্রাধিক ভারতীয় কৃষক কৃষিকাজ করতে কাঁটাতারের বেড়ার এপারে নিজ জমিতে আসেন। অজানা আতংকে তারাও এপারে তেমন আসছে না। যারা আসছে তারাও বিএসএফের প্রহরায়।
ভারতের নিকটবর্তী বিজিবির ইচাখালী সীমান্তে গিয়ে দেখা যায়-ইচাখালী বিজিবি ক্যাম্প কমান্ডার হারুন অর রশিদ দুজন সিপাহী নিয়ে সীমান্তের ভারতের নবচন্দ্রপুর বিএসএস ক্যাম্পর নিকটবর্তী বাংলাদেশ অংশে একটি বাগানে অবস্থান করছেন। তিনি নোম্যান্স ল্যান্ডে যেতে বারণ করেন।

তিনি বলেন, ওপারে ভারতের নবচন্দ্রপুর বিএসএফ ক্যাম্প সদস্যরা অস্ত্র তাক করে অবস্থান করছেন। আমরা গ্রামের মসজিদ থেকে

প্রতিদিনই মাইকিং করছি সীমান্তের কোন জমিতে না যাবার জন্য। কারণ ভারতীয় কৃষকদের জমি বর্গ নিয়ে চাষাবাদ করা আইনত দণ্ডনীয়।

এই পরিস্থিতিতে, সীমান্তবর্তী কৃষকদের জমিতে প্রবেশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য উভয় দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতা বাড়ানো প্রয়োজন। এবং কৃষকদের মধ্যে সচেতনতাবৃদ্ধির এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মুজিবনগর সীমান্তে শিশুসহ ১০ জনকে ঠেলে দিলো ভারত

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার ভবেরপাড়া সীমান্ত দিয়ে রোববার ভোরে শিশুসহ ১০ জন বাংলাদেশিকে ঠেলে (পুশব্যাক) দিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ। পরে তাদের অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগে আটক করে বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড (বিজিবি)।

আটককৃতরা হলেন যশোর জেলার পুলেরহাট এলাকার সাইফুল হাসান, সাতক্ষিরা জেলার কলারোয়া উপজেলার বাটড়া গ্রামের প্রজেনজিৎ দাশ, মাদারিপুর জেলার রাজৈর থানার হাসেনকান্দা গ্রামের বিল্লাল শেখ, যশোর জেলার সাড়সা থানার কন্যাদা গ্রামের তারিকুল ইসলাম, খুলনা জেলার ডুমুরিয়া থানার মোনাবান্দা গ্রামের সেজুতি রায়, নড়াইল জেলার পাংকোবিলা গ্রামের অর্চনা রানি সরকার, যশোর জেলার নওয়াপাড়া থানার বোদ্দনা গ্রামের দেবদাস বিশ্বাস, রুপা বিশ্বাস ও জয়দেব বিশ্বাস। তাদের মধ্যে একজন শিশু রয়েছে।

স্থানীয় সূত্র ও বিজিবির তথ্য অনুযায়ী, অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের দায়ে তাদের বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেওয়া হয়েছিল। সাজা ভোগ শেষে ভারতের মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর কারাগার থেকে তাদের একত্র করে পশ্চিমবঙ্গের নদিয়া জেলার হৃদয়পুর সীমান্ত দিয়ে মুজিবনগরের ভবেরপাড়া সীমান্তে ঠেলে দেয় বিএসএফ। সীমান্ত পার হওয়ার পর বিজিবি তাদের আটক করে তল্লাশি শেষে ক্যাম্পে নিয়ে যায়।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান জানান, “৯ জন প্রাপ্তবয়স্ক ও একজন শিশুকে বিএসএফ সীমান্ত পার করে বাংলাদেশে ঠেলে দিয়েছে। বিজিবি তাদের আটক করে থানায় হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চালাচ্ছে। তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।”

বাংলাদেশ জেলা ও বিভাগীয় ক্রীড়া সংগঠক অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম আহ্বায়ক হলেন মারুফ আহমেদ বিজন

বিএনপি-সমর্থিত ক্রীড়া সংগঠকদের সমন্বয়ে গঠিত নতুন ক্রীড়া সংগঠন ‘বাংলাদেশ জেলা ও বিভাগীয় ক্রীড়া সংগঠক অ্যাসোসিয়েশন’-এর অ্যাডহক কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক নির্বাচিত হয়েছেন মেহেরপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন।

শনিবার (৩ মে) ৪৪ সদস্যবিশিষ্ট অ্যাডহক কমিটি গঠন করা হয়। এ উপলক্ষে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের অডিটোরিয়ামে অ্যাসোসিয়েশনের আত্মপ্রকাশ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ও সাবেক তারকা ফুটবলার মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমেদ বীর বিক্রম। সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক অধিনায়ক মো. আমিনুল হক।

ক্রীড়া সংগঠক অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বার্তায় জানানো হয়, দেশের ক্রীড়াঙ্গনকে বাঁচাতে তারেক রহমানের নির্দেশে বিভিন্ন টুর্নামেন্টের আয়োজন করছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল।

এই উদ্দেশ্যেই জেলা ও বিভাগীয় ক্রীড়া সংগঠক অ্যাসোসিয়েশনের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। বিএনপি ক্ষমতায় এলে দেশের প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষিত কোচ নিয়োগ এবং সরকারি ব্যবস্থাপনায় ক্রীড়া কর্মসংস্থান গড়ে তোলা হবে।

বার্তায় আরও বলা হয়, আগামী এক মাসের মধ্যে অ্যাসোসিয়েশনের বিভাগীয় কমিটি গঠন করা হবে এবং পর্যায়ক্রমে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে কমিটি গঠন করে ক্রীড়া উন্নয়নে কাজ করবে সংগঠনটি। সকলে মিলে তারেক রহমানের স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই এগিয়ে যাবে অ্যাসোসিয়েশন।

পিআইডি প্রতিনিধি দলের মেহেরপুর প্রতিদিন কার্যালয় পরিদর্শন

১ মে, বৃহস্পতিবার তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের প্রেস ইনফরমেশন ডিপার্টমেন্ট (পিআইডি) এর উপপ্রধান তথ্য অফিসার (পরিচালক) হাসিনা আক্তারের নেতৃত্বে চার সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল মেহেরপুর প্রতিদিন অনলাইন ও পত্রিকা কার্যালয় পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শনকালে তিনি মেহেরপুর প্রতিদিন এর অনলাইন বিভাগ ও পত্রিকার কার্যক্রম দেখে ভূয়সী প্রশংসা করেন।

প্রতিনিধি দলে আরও উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা তথ্য কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন, পিআইডির তথ্য সহকারী মাহমুদা খানম এবং লাইব্রেরিয়ান ইউসুফ আলম।

প্রতিনিধিদল কার্যালয়ে পৌঁছালে মেহেরপুর প্রতিদিন এর সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, বার্তা সম্পাদক জুলফিকার আলী কানন এবং আইটি ইনচার্জ মুন্সী জাহাঙ্গীর জিন্নাত হিরক তাঁদের আন্তরিকভাবে স্বাগত জানান।

পরবর্তীতে প্রতিনিধি দলটি মেহেরপুর প্রতিদিন এর নিউজরুম,

স্টুডিওসহ পুরো অফিসের কার্যক্রম ঘুরে দেখেন।

মেহেরপুর জেলার ছেলের সেরা অর্জন, প্রধান উপদেষ্টার কাছে পেলেন পুরস্কার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার হাড়িয়াদহ গ্রামের কৃতি সন্তান সাংবাদিক ইয়াসির আরাফাত আবারও বাংলাদেশের সেরা সাংবাদিক নির্বাচিত হয়েছেন।

মহান মে দিবসে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস এর কাছ থেকে সেরা পুরস্কার অর্জন করলেন তিনি।

শ্রম অধিকার নিয়ে প্রতিবেদন লিখে সাংবাদিক ইয়াসির আরাফাত শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় আয়োজিত বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত হন। ইয়াসির আরাফাত রিপন জাগো নিউজের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক হিসেবে কর্মরত।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মেহেরপুর জেলার এই কৃতি সাংবাদিকের হাতে পুরস্কার তুলে দেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

‘মহান মে দিবস ও জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০২৫’ উদযাপন উপলক্ষে এই পুরস্কার দেওয়ার উদ্যোগ নেয় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।

দেশে পোশাক কারখানার পরিবেশ নিয়ে প্রতিবেদন করে পুরস্কার পেয়েছেন ইয়াসির আরাফাত রিপন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম শাখাওয়াত হোসেন। সভাপতিত্ব করেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব এ এইচ এম শফিকুজ্জামান।

মেহেরপুর জেলার সন্তান ও জাগো নিউজের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক ইয়াসির আরাফাত রিপন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। দীর্ঘদিন ধরে তিনি অর্থনৈতিক বিটে কাজ করছেন। সাংগঠনিকভাবে তিনি ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ), ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন (ডিইউজে) এবং বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের (বিএফইউজে) স্থায়ী সদস্য।

শ্রমিক অধিকার সংক্রান্ত ছবি তুলে সেরা চিত্রগ্রাহকের পুরস্কার পেয়েছেন জাগো নিউজের নিজস্ব ফটো সাংবাদিক মাহবুব আলম। ওয়াসার ড্রেন পরিষ্কার করার শ্রমিকদের ছবি তুলে পুরস্কার পেয়েছেন তিনি।

কুষ্টিয়ায় নিখোঁজ তিন নারী ও শিশু ঢাকার বাড্ডা থেকে উদ্ধার

কুষ্টিয়ার মিরপুর থেকে তিন নারী ও এক শিশু নিখোঁজের একদিন পর তাদেরকে রাজধানীর বাড্ডা থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ।

মঙ্গলবার রাজধানীর বাড্ডা এলাকায় একটি বাসায় অভিযান চালিয়ে তাদেরকে উদ্ধার করা হয়।

উদ্ধারকৃত ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার তালবাড়িয়া পশ্চিম রানাখড়িয়া এলাকার আবুদর রাজ্জাকের মেয়ে আফরোজা খাতুন (১৬), মো. রানার মেয়ে অথৈই খাতুন (১৭), মো. আরিফুল ইসলামের মেয়ে আনিকা খাতুন
(২১) ও তার নাতি ছেলে মো. আনাছ (১৯ মাস)।

মিরপুর থানা সূত্রে জানা যায়, মিরপুর থানার পুলিশ পরিদর্শক তদন্ত আব্দুল আজিজ ও এসআই শরিফুল ইসলাম সঙ্গীয় ফোর্স তথ্য প্রযুক্তি সহায়তায় রাজধানীর বাড্ডা এলাকার একটি বাসা থেকে তাদের উদ্ধার করে। এসময় তাদের জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, তারা পরিবারের অবহেলার স্বীকার এবং নিজেরা আয়-রোজগার করে স্বাবলম্বী হওয়ার আশায় পরিবারের সদস্যদের সেভেন-আপ এর মধ্যে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে বাড়ি থেকে পালিয়েছিলেন।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মমিনুল ইসলাম বলেন, সোমবার অভিযোগ পাওয়ার সাথে সাথে আমরা কাজ শুরু করি। অতঃপর মিরপুর থানার চৌকস একটি অভিযানিক দল রাজধানীর মধ্য বাড্ডা থেকে তাদের উদ্ধার করে। আইনগত প্রক্রিয়া শেষে তাদের পরিবারের নিকট হস্তান্তর করা হবে।

উল্লেখ্য, রবিবার (২০ এপ্রিল) দিবাগত রাতে সেভেন-আপের মধ্যে চেতনানাশক খাইয়ে একই পরিবারের তিন নারীসহ শিশু নিখোঁজের ঘটনা ঘটেছিল।